# GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI

DEPARTMENT OF SANSKRIT

STUDY MATERIAL FOR BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

MAJOR IN SANSKRIT (under CCFUP, 2023) Course- Major I/ Minor Disc. I

Critical Survey of Sanskrit Literature (Vedic Literature)

Prepared by

UJJAL KARMAKAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF SANSKRIT, GGDC SALBONI

GGDC SALBONI

## বেদের স্বর

স্বর বলতে আমরা সাধারণ ভাবে স্বর বর্ণ বা স্বরধ্বনি বুঝে থাকি। কিন্তু স্বরধ্বনির উদাত্তাদি উচ্চারণ ধর্মকেও শাস্ত্রে স্বর বলা হয়েছে। সাধারণতঃ বেদে তিনটি স্বরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা – উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। আচার্য পাণিনি এদের লক্ষণ করেছেন – ১. উচ্চৈরুদাত্তঃ। (স্বরের উত্থান হল উদাত্ত। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে উদাত্তকে আয়াম স্বর বলা হয়েছে , উবটাচার্যের মতে – আয়ামো নাম বায়ুর্নিমিত্তম্ উর্দ্ধগমনং গাত্রানাম্।), ২. নীচৈরনুদাত্তঃ ( স্বরের পতন হল অনুদাত্ত, ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে একে বিশ্রম্ভ বলা হয়েছে। উবটাচার্য – বিশ্রম্ভো নাম অধোগমনং গাত্রাণাং বায়ুর্নিমিত্তম্।) ৩. সমাহারঃ স্বরিতঃ (উদাত্ত ও অনুদাত্তের মাঝামাঝি হল স্বরিত স্বর, প্রাতিশাখ্যে একে আক্ষেপ বলা হয়েছে। উবটাচার্য- আক্ষেপো নাম তির্যগ্ গমনং গাত্রাণাং বায়ুর্নিমিত্তম্।)। প্রচয়, নিঘাত প্রভৃতি অনুদাত্ত স্বরের নামান্তর।

স্বরসঞ্চারের নিয়ম – ঋগ্বেদী, কৃষ্ণযজুর্বেদী এবং অথর্ববেদীরা বেদপাঠের সময় মস্তক সঞ্চালন করে স্বর প্রদর্শন করেন। শুক্লযজুর্বেদীরা হস্ত সঞ্চালন করেন। সামবেদীরা (গানের সময় ছাড়া) পাঠের সময় – অঙ্গুলি সঞ্চালন করেন। অধ্যয়ন ও পারায়ণের সময় এবং মুদ্রণের সময় বেদমন্ত্রে মূলের ত্রৈস্বর্য্য রক্ষিত হয়। কিন্তু যজ্ঞে প্রয়োগকালে একশ্রুতি পাঠ বিহিত। পাণিনি সূত্র করেছেন - (একশ্রুতি) যজ্ঞকর্মণ্যজপ-ন্যূঙ্খ-সামসু, উচ্চৈস্তরাং বা বষড্কারঃ, বিভাষা ছন্দসি, ন সুব্রহ্মণ্যায়াং স্বরিতস্য তূদাত্তঃ (অ. ১.২.৩৪- ৩৭)। অর্থাৎ জপ, ন্যূঙ্খ, সাম, সুব্রহ্মণ্য নিগদ, এবং বষড্কার ছাড়া যজ্ঞে সমস্ত মন্ত্র স্বরবিহীন একটানা ভাবে উচ্চারিত হবে।

স্বরাঙ্কন পদ্ধতি - ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদের সংহিতা অর্থাৎ মন্ত্রভাগ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্, শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত ঈশোপনিষদ্ স্বরাঙ্কিত। ঋগ্বেদের স্বরাঙ্কন পদ্ধতি হল – অনুদাত্তের তলায় শোয়ানো চিহ্ন, স্বরিতের মাথায় খাড়া বা তির্যগ্ চিহ্ন, উদাত্ত ও প্রচয়ের কোন চিহ্ন নেই। কম্পস্বতিতের বেলায় হ্রস্ব হলে তার পরে ১ লিখে তার ওপরে স্বরিত ও নীচে অনুদাত্তের চিহ্ন দিতে হয়। দীর্ঘ হলে তারপর ৩ লিখে তার উপরে স্বরিত এবং নীচে অনুদাত্তের চিহ্ন দিতে হয়। স্বরিতের নীচেও অনুদাত্তের চিহ্ন হয়।

কঠ এবং মৈত্রায়ণী শাখা ছাড়া কৃষ্ণযজুর্বেদে, শুক্লযজুর্বেদে ও অথর্ববেদ সংহিতায় এই পদ্ধতিতে স্বরাঙ্কন করা হয়। বিশেষত্ব হল এই যে ১. শুক্লযজুর্বেদে কেউ কেউ স্বতন্ত্র স্বরিতের তলায় ৪ সংখ্যাটি অথবা কাকপদ(<) চিহ্নটি দিয়ে থাকেন। ২. অথর্ববেদে স্বতন্ত্র স্বরিতের পাশে অঙ্কুশ (ऽ) চিহ্ন দেওয়া হয়।

কঠ ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় উদাত্তের উপর খাড়া চিহ্ন দেওয়া হয়। অনুদাত্ত চিহ্ন দেওয়া হয় না। স্বতন্ত্র স্বরিতের তলায় কাকপদ চিহ্ন (<)দেওয়া হয়।

শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে উদাত্তের তলায় শোয়ানো চিহ্ন দেওয়া হয়। স্বতন্ত্র স্বরিতের আগের স্বরটিও ঐভাবে চিহ্নিত করা হয়। অনুদাত্ত ও অস্বতন্ত্র স্বরিত চিহ্নিত হয় না। পর পর উদাত্ত থাকলে শুধু শেষেরটি চিহ্নিত হয়। (বিস্তারে জানার জন্য "বেদের ভাষা ও ছন্দ" পৃষ্ঠা - ২১৪–গৌরী ধর্মপাল মহাশয়ার বইটি দেখুন।)

বেদের প্রকৃতি ও বিকৃতি পাঠ

মন্ত্রের মধ্যে যাতে অবান্তর কোন পদ সন্নিবেশ বা প্রক্ষেপ না ঘটে তার জন্য বেদের ঋষিরা ছিলেন সদা সচেষ্ট। এই অনন্য প্রচেষ্টার চমৎকার ফল হল বেদের মোট ১১ প্রকারের পাঠ প্রণালী। এই ১১ প্রকার পাঠের মধ্যে ৩টি কে প্রকৃতি পাঠ এবং বাকী ৮টিকে বিকৃতি পাঠ বলা হয়। ৩ টি প্রকৃতি পাঠ যথাক্রমে সংহিতাপাঠ, পদপাঠ এবং ক্রমপাঠ। এই তিনটির মধ্যে সংহিতাপাঠকে যোগা প্রকৃতি এবং অন্যদুটিকে রূঢ়া প্রকৃতি বলা হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে) এই তিনটি প্রকৃতি পাঠের আমরা তিনটি প্রচীন নাম পেয়ে থাকি। যথা – সংহিতাপাঠ= নির্ভূজপ্রবাদ ( পদসমূহের অখণ্ডিত বা সন্ধিবদ্ধ পাঠ), পদপাঠ= প্রতৃণ (যেখানে পদগুলির সন্ধি নির্বিশেষে ভাঙা হয়।), ক্রমপাঠ= উভয়মন্তরেণ (উক্ত দুই বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত পাঠ।)। ব্যাড়ির জটাপটল গ্রন্থে আমরা আটটি বিকৃতি পাঠের ক্রমান্বয়ে নাম পেয়ে থাকি – জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ, ঘন । জটা-মালা-শিখা-লেখা-ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ। অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ।।

GDC SALBONI